Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 216022274

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 216022274

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা, আইডিঃ 216022274 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের -জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fatema Tuz-Johora

(স্বাক্ষর)

ফাতেমা তুজ জোহরা

আইডিঃ 216022274

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম।

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত অসীম। রোজা রাখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيابي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمى فى المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

মনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে রমজান হল আখেরাতের তিজারতের মৌসুম।এ মাসের সময় গুলো হেফাজত করা ও ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করা উচিত। রমজানের গুনহার ধারা অব্যাহত রাখা অনেক বড় মাখরুমের কারণ। তাই রমজানকে কেন্দ্র করে মন্দ অভ্যাস ও গুনাহ সারা জীবনের জন্য বর্জন করা উচিত। কারণ ফিরে আসার এটাই মোক্ষম সময়।

রোযার পরিচয়:

রোজা ফার্সি শব্দ।এর আরবি হল সাওম।যারা আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মুসলমানের সুবহে সাদিক তথা দিনের একেবারে শুরু ভাগ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজা ভঙ্গকারী অন্যান্য কার্যাদি থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোজা।

রোযার প্রকারভেদ :

রোযা ছয় প্রকার। ১. ফরয। ২. ওয়াজিব। ৩. সুন্নাত। ৪. মোস্তাহাব। ৫. মাকরূহ। ৬. হারাম।

প্রথম প্রকার: ফরয রোযা। তাহলো রযমান মাসের রোযা।

দ্বিতীয় প্রকার: ওয়াজিব রোযা। যথা (ক) নফল রোযার কাযা, যা শুরু করে নষ্ট করে দিয়েছে। (খ) মান্নতের রোযা। (গ) কাফফারার রোযা। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কাফফারার রোযা আবশ্যক হবে।

(ক) রমযান মাসে কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা নষ্ট করা। (খ) রমযানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা। (গ) স্ত্রীর সঙ্গে জেহার' করা।

(ঘ) কসম ভঙ্গ করা। (চ) ইহরামের অবস্থায় ইহরামের পরিপন্থী কাজ করা। (ছ) ভুলবশত কাউকে হত্যা করা। তদ্রূপ যা ভুলবশত হত্যার পর্যায় ভুক্ত (কাজ করা)।

তৃতীয় প্রকার: তা হল সুন্নাত রোযা। যথা নয় তারিখ কিংবা এগার তারিখ সহকারে আশুরার দিনের রোযা।

চতুর্থ প্রকার: মোস্তাহাব রোযা। যথা (ক) প্রতিমাসে যে কোন দিন তিনটি রোযা রাখা। (খ) প্রতি মাসে আইয়ামে বীয তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখা। (গ) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখা। (ঘ) শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা। (ঙ) হাজীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের আরাফার দিন রোযা রাখা। (চ) হযরত দাউদ (আঃ) এর ন্যায় রোযা রাখা। অর্থাৎ একদিন বাদ দিয়ে একদিন রোযা রাখা। এ ধরনের রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নকট অধিক পছন্দনীয়। পঞ্চম প্রকার: মাকরূহ রোযা। যথা (ক) আশুরার দিন শুধু একটি রোযা রাখা। (খ) শুধু শনিবার দিন রোযা রাখা। (গ) বিরতীহীন ভাবে রোযা রাখা। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পানাহার না করে আগামী দিনের রোযা গত কালের রোযার সাথে যুক্ত করে দেওয়া।

ষষ্ঠ প্রকার: হারাম রোযা। যথা (ক) ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা। (খ) কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখা। (গ) আয়্যামে তাশ্রীক তথা জিলহজ্বের এগার, বার ও তের তারিখ রোযা রাখা।

রোজার হেকমত:

রোজার হেকমত তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি কথা ভালোভাবে জানা থাকা দরকার।তা এই যে, আল্লাহ তাআলা হলেন মহান স্রষ্টা ও মহা মুনিব আর মানুষ হলো তার ক্ষুদ্র সৃষ্টি ও দাস। এই সম্পর্কের দাবি হলো, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিপালক যেকোনো নির্দেশ দিবেন,মানুষ তা পালনে সর্বদা প্রস্তুত

থাকবে। ওই নির্দেশের হেকমত তার বুঝে আসুক বা না আসুক। মহান আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর কোন কারণ বা তাৎপর্য জানা না থাকলেও তৎক্ষণাৎ নতশিরে তা মেনে নেওয়াই হচ্ছে অনিগত বান্দার দায়িত্ব। বলাবাহুল্য শরীয়ত নির্দেশিত কোন ইবাদতেই তাৎপর্যহীন ও যুক্তিবিরোধী নয়। তবে সব কিছু যুক্তি বা হেকমতই যে বান্দার জানা থাকবে বা বান্দার জ্ঞান বুদ্ধি তা উপলব্ধি করতে পারবে এমনটি ভাবা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وما اوتيتم من العلم الا قليلا (১৭:৮৫)

অর্থ: তোমাদের অতি সামান্য জ্ঞানীই দান করা হয়েছে।

নিম্নে রোজার দু-একটি হেকমত উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্বভাবে যে ফেরেশতার সুলভ বৈশিষ্ট্য চরিত্র গচ্ছিত রেখেছেন তার উন্নতিও উৎকর্ষ সাধন এবং নফস ও প্রবৃত্তির দমনের অন্যতম হল রোজা। কানাআত তথা অল্পেতুষ্টি,আত্মশুদ্ধি, সবর-শোকর ও তাকওয়ার মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নতিনও বিকাশে রোজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রোজার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির তাড়না হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হয়।

আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বছরে কিছুদিন অবশ্যই পানাহার বর্জন করা উচিত। এটি স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী।

উল্লেখিত পার্থিব উপকারসমূহ এবং পরকালীন অসংখ্য প্রতিদান হচ্ছে এক মাস রোজা ফরজ হওয়ার অন্যতম হেকমত।

রোজার হাকীকত:

আল্লাহ তায়ালা রোজাকে ফরজ করেছেন যেন বান্দা মুত্তাকী হতে পারে। তার নফসের পবিত্রতা ও উন্নতি মূল লক্ষ্য ও হাকিকত। যেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقون

অর্থ:হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।(সূরা বাকারা ১৮৩)

হাদীস শরীফে রোজাকে ডাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। الصيام جنة -অর্থাৎ রোজা হল ঢাল। -সহীহ বুখারী,হাদীস ১৮৯৪।॥ রোজা গুনাহ থেকে রক্ষাকারী ঢাল। রোজার মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া পয়দা হয়,ঈমানী লজ্জা জাগ্রত হয়, যা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার অনেক বড় উপায়। রোজা কবরে হাশরে এবং আখিরাতের সকল মনজিলে বান্দার জন্য ঢাল। সবশেষে জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষাকারী ঢাল। তবে এই হাকিকত ও বাস্তবতা তখনই অর্জন হবে যখন রোজা শুধু আইনি ও মাসালা গত রোজা না হয়ে রুহানি ও তাৎপর্যপূর্ণ রোজা হবে। আইনি রোজা বলতে উদ্দেশ্য হলো সঠিক নিয়তের সাথে সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং ঐসব কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা যা ফিকহ ও ফতোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে রোজা কে বিনষ্ট করে। কোন সন্দেহ নেই যে রোজার অপরিহার্যতা মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু এটুকু দ্বারা রোজা ঢাল সাব্যস্ত হয় না। রোজা তখনই প্রকৃত ঢাল হয় ঈমান ও ইহতিসাব তথা বিশ্বাস ও সওয়াবের আশার সাথে তা আদায় করা হয় এবং রোজার সকল আদব রক্ষা করা হয়। এইজন্য হাদিস

শরীফে এসেছে, الصيام جنة ما لم يجر قها – অর্থ : রোজা হচ্ছে ঢাল, যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করা হয় । সহীহ ইবনে খুযায়মা,হাদীস ১৮৯২।

রোযার ইতিবৃত্ত:

রোযা এমন ইবাদত, যা বাহ্যত কষ্টকর হলেও তার প্রচলন ছিল সর্বকালে। হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের উপরই তা ফরয ছিল। -রুহুল মাআনী ২/৫৬। অবশ্য পূর্ব যুগে রোযার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। তেমনিভাবে ফরয রোযার সংখ্যাও ছিল বিভিন্ন রকম। প্রাথমিক অবস্থায় উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরও প্রত্যেক মাসে তিন রোযা ও আশুরার রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযার ফরয বিধান আসার পর আশুরার রোযা ফরয হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যায়। -তাফসীরে ত্বাবারী ২/১৩০; ২/১২৩। উল্লেখ্য যে, রোযা ফরয হয় হিজরতের দেড় বছর পর ১০ই শাবান। রোযা ফরয হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ৯টি রমযান পেয়েছিলেন।

রোযার আদবসমূহ:

১দৃষ্টিকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে হেফাযত করা। যেমন বেগানা মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে, টিভি-সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকা।

২.যবানের হেফাযত। অর্থাৎ মিথ্যা, গীবত-পরনিন্দা, অশ্লীল কথাবার্তা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা

৩. কানকে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে হেফাযত করা। যেমন গানবাদ্য, গীবত পরনিন্দা ও অশ্লীল কথাবার্তা শোনা থেকে দূরে থাকা।

৪. এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হাত ও পা ইত্যাদিকেও গুনাহ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

৫. সাহরী ও ইফতারে হারাম আহার পরিহার করা। ইমাম গাযযালী রাহ.বলেন, যে ব্যক্তি সারাদিন রোযা রেখে হারাম মাল দ্বারা ইফতার করল, সে যেন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করল এবং একটি শহর ধূলিসাৎ করে দিল।

৬. রোযা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের কথা এবং তার হুকুম আহকাম বেশী বেশী স্মরণ করা। রোযাদারের অন্তরে এ চিন্তা জাগরুক থাকা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা হাযির নাযির আছেন। আমি তাঁর হুকুমে এবং তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পানাহার ত্যাগ করেছি। আমার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা শুধু তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য। এভাবে এক মাস রোযা রাখা সম্ভব হলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া ও সংযমের মহামূল্যবান সম্পদ দান করবেন, যার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন প্রভূত কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন

রমজানের ফজিলত:

১।রমজান কুরআন নাযিলের মাস:

شَهرُ رَمَضانَ الَّذي أُنزِلَ فيهِ القُرآنُ هُدًى لِلنّاس وَبَيِّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفُرقانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمه অর্থ:রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।(সূরা বাকারা ১৮৫)

২। মুমিনদের জন্য অধিক রহমত ও আমলের মাস: হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ; রমজান মাস শুরু হলেই রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। - সহীহ মুসলিম,হাদীস(১০৭৯/২)। অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা রহমাতুল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার কসম!মুসলমানদের জন্য রমজানের চেয়ে উত্তম কোন মাস আসেনি, এবং মুনাফিকদের জন্য রমজান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর মাসও আর আসেনি। কেননা মুমিনগণ এ মাসে এবাদতের শক্তিও পাথেয় সংগ্রহ করে।আর মুনাফিকরা তাতে মানুষের উদাসীনতা দোষ ত্রুটি চর্চা করে।এ মাস মুমিনের জন্য গনিমত আর মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ।

৩। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়: হযরত আবু হুরায়রা রহমাতুল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “ রমজানের আগমনে জান্নাতের দরজা সমূহ দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা গুলো বন্ধ করে

দেওয়া হয়।শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় আর”-সহীহ বুখারী, হাদিস ১৮৯৮ : সহীহ মুসলিম, হাদিস ১০৭৯;মুসনাদে আহমাদ, হাদিস হাজার ৮৬৮৪;

৪।জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস এবং দোয়া কবুলের মাস: এই প্রসঙ্গে হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে প্রত্যেক ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।আর তা প্রতি রাতেই হয়ে থাকে।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৬৪৩; মুসনাদে আহমেদ হাদীস ২২২০২।অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন - “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রমজান মাসের প্রত্যেক দিবস ও রজনীতে অসংখ্য ব্যক্তি কে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দার একটি করে দোয়া অবশ্যই কবুল করেন।- মুসনাদে আহমাদ হাদিস ৭৪৫০;মুসনাদে বাযযার হাদিস ৯৬২।

৫।দান খয়রাতের মাস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমাতুল্লাহ বলেন “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। তার দান অধিকতার বৃদ্ধি পেত রমজান মাসে, যখন জিব্রাইল আলাইহে সাল্লাম তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিব্রাইল আ. রমজানের প্রতি রাত্রে আগমন করতেন এবং তারা পরস্পর কোরআন শোনাতেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দানশীলতা কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও অধিকতর গতিশীল হয়ে যেতো।- সহীহ বুখারী হাদিস ৬ ;সহীহ মুসলিম হাদিস ২৩০৮।

৬।সাওয়াব বৃদ্ধির মাস: হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে - "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন রমজান মাস এলে তুমি ওমরা করবে, কেননা এই মাসের ওমরা একটি হজের সমতুল্য। -সহীহ বুখারী হাদিস ১৭৮২ ;মুসনাদে আহমদ হাদিস ২০২৫।অন্য এক বর্ণনায় আছে - "রমজান মাসে যে ব্যক্তি নফল আদায় করল, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করল। আর যে এই মাসে একটি ফরজ আদায় করল, সে যেন অন্য মাসে ৭০ টি ফরজ আদায় করল। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩০৫-৩০৬।

৭। মাগফিরাতের মাস:হযরত আবু হুরায়রা রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ কে মুছে দেয় কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে"-সহীহ মুসলিম হাদিস ২৩৩(৩)।

৮।লাইলাতুল কদরের মাস : আল্লাহ তায়ালা এ রাত সম্পর্কে এরশাদ করেছেন :- ليله القدر خير من الف شهر تنزلوا الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مثل الفجر. অর্থ ; লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম, এড়াতে ফেরেশতাগণ অর পৃথিবীতে অবতরণ করেন তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে সকল কল্যাণময় বস্তু নিয়ে।যে রাত পুরোটাই শান্তি যা সুবহে সাদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সূরা কদর(৯৭):(৩-৫)

৯। আল্লাহ প্রাপ্তির মাস: রোজার সওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এরশাদ করেছেন : ان الصوم لي وانا اجزي به অর্থ : নিশ্চয়ই রোজা আমার জন্য আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দিবো।

রমজানের আমলসমূহ:

১। রোজা: রমজান মাসে দিনের বেলার বিশেষ ফরজ আমল হলো রোজা।এটি রমজানের সর্বোত্তম আমল।

২। তারাবীহ: রমজানের রাতের বিশেষ আমল হল কিয়ামেরমজান তথা 20 রাকাত তারাবিহ।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :- "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে সাওয়াবের আশায় রমজানের রাতে দন্ডায়মান হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়"-সহীহ বুখারি হাদিস ৩৭।

৩। দান-সদকা: হাদীস শরীফে আছে - "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। রমজান মাসে তার দানের হস্ত আরো বেশি সুপ্রসারিত হত"- সহি বুখারি হাদিস ১৯০২।

৪। বেশি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা:এ মাস কোরআন নাজিলের মাস। অতএব ফজিলত ও রহমতের প্রত্যাশায় মুমিনের উচিত অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা।অন্তত একবার হলেও কুরআন মাজীদ খতম করা। সালাফে সালেহীন এর জীবনী পড়লে দেখা যায়, তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যেকেই রমজানে বহুবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন

৫। নফল ইবাদাতে অধিক যত্নবান হওয়া : এক হহাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে,ফলে আমি তাকে মোহাব্বতের পাত্র বানিয়ে নিই। আর যখন আমি তাকে মোহাব্বত করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, তার চোখ হয়ে যায়

যা দ্বারা সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই সে চলে। সে যখন আমার কাছে চায় তখন অবশ্যই তাকে দান করি। ত্রয় চাইলে আশ্রয় দান করি"-সহিহ বুখারি ৬৫০২।

৬। বেশি বেশি জিকির করা: রমজানের অন্যতম জিকির হচ্ছে দিল আয়াতে কোরআন, এছাড়া চলতে ফিরতে উঠতে বসতে কালিমা তাইয়্যেবা, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়তে থাকা যায়, এছাড়া দুরুদ শরীফ ও পড়া যায়।হাদীস শরীফে এসেছে "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন,রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ কাছে মিশকের সুগন্ধার চেয়েও প্রিয়"-সহীহ বুখারী-১৯০৪।রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ যদি এত প্রিয় হয় তাহলে সেই মুখের জিকির এবং তেলাওয়াত কত দামী ও প্রিয় হবে।সুতরাং এ যথাযথ কদর করা উচিত।

৭। বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া: অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই মাসে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। বিশেষত বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্কিত নফল নামাজগুলো আদায় করা। যেমন ইসরাক, চাশত,আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ।আসর ও ইশার পূর্বে চার রাকাত সুন্নত এবং যোহর ও ইশার পরবর্তী সুন্নতের পর দুই রাকাত নফল পড়া। প্রতিদিন অন্তত একবার দুখুলুল মসজিদ ও তাহিয়াতুল অযু পড়া। প্রতিদিন সালাতুত তাওবা,সালাতুল হাজত ও শুকরানা নামাজ পড়া। **তবে যাদের কাযা নামাজ আছে তাদের কাযা নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

৮।অধিক পরিমাণে দোয়া করা: এটি দোয়া কবুলের মাস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন - "রোযাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না"- মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৯৯৫।

৯। মাগফেরাত কামনা করা: রমজান মুমিনের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ নিয়ে আসে। যে ব্যক্তি রমজান পেয়েও স্বীয় গুনা সমূহ মাফ করতে পারল না তার উপর জিব্রাইল আলাই সাল্লাম ও দোয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন। তাই জীবনের কৃত গুনাহর কথা স্মরণ করে বেশি তাওবা ইস্তেগফার করা এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়ার এটাই উত্তম সময়। বিশেষ করে ইফতার ও তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা উচিত।

১০। ইতিকাফ করা: শেষ দশকে ইতেকাফ করা সুন্নাহ। হাদিস শরীফে এসেছে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন"- সহীহ বুখারী হাদিস ২০২১, সহীহ মুসলিম হাদিস **১১৭১**

১১। শবে কদর অন্বেষণ করা: সহস্র রজনী অপেক্ষার শ্রেষ্ঠ রাত হলো লাইলাতুল কদর। কুরআন মাজিদে এরশাদ করা হয়েছে " ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزلوا الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى ما طلع الفجر :- অর্থ :-নিঃসন্দেহে শবে কদরে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, শবে কদর কি? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ রাতে ফেরেশতা ও রুহুল কুদুস তাদের পালনকর্তার আদেশে

প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে আবর্তন করেন। এই রাত আগাগোড়া শান্তি, যা সুবহে সাদিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

১২। সদাকাতুল ফিতর আদায় করা : বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমাতুল্লাহ বলেন - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদকাতুল ফিতরের বিধান দান করেছেন রোজাকে অশ্লীল ও অর্থাহীন কথা কাজের অনিষ্ঠ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাবারের ব্যবস্থা হিসেবে। যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাজের আগে আদায় করবে সেটা গ্রহনযোগ্য সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যে নামাজের পর আদায় করবে সেটা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৬০৯।

রোজার ফজিলত:

রোযার সবচেয়ে বড় ফযীলত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা এবং নিজের প্রতিপালকের জন্য মানবিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাকওয়ার অনুশীলন করা।বান্দার এই অনুশীলনকে যথার্থ ও তার সংযমকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে আগ্রহের সাথে হক আদায় করে রোযা রাখা।

রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন:

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার

ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, "প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই

রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন:

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش،

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন

(কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

রোযা হল জান্নাত লাভের পথ:

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে:

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ

করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)

রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ:

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.

وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়:

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম

৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

রোযা গুনাহের কাফফারা:

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত:

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত:

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে:

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল)

আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

রোযাদারের দুআ কবুল হয়:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস

: ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়:

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس)

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম:

عن أبي أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩ عن أبي أمامة الباهلي قال : قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩

রোজা রাখলে শরীরের যেসব উপকার হয়ঃ

হার্টের স্বাস্থ্য: রোজা হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হার্টের ঝুঁকি কমায়।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা: রোজার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: রোজা ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ইনসুলিন প্রস্তুতি বাড়ায়।

কিডনির স্বাস্থ্য: রোজা কিডনির পরিচালনা উন্নত করে এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ নির্যাতন করে।

পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নতি: রোজা পরিপাকপ্রক্রিয়া উন্নত করে এবং খাবারের প্রস্তুতি সুষ্ঠু হয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: রোজা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরে চর্বি প্রস্তুতি কমায়।

রোযা কার উপর ফরয

রমযানের চাঁদ উদিত হওয়ার পর প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ ও বালেগা) মুকীম, মুসলমান পুরুষ ও হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র মহিলার উপর পূর্ণ মাস রোযা রাখা ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। -সূরা বাকারা (২): ১৮৫

নাবালেগ বাচ্চাদের রোযা রাখা:

ধার্মিক পরিবারগুলোতে সাধারণত পিতা-মাতা সন্তানদেরকে ৭/৮ বছর বয়স থেকেই নামায-রোযার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু কিছু পরিবার রমযানের রোযার ব্যাপারে বেশ অবহেলা করে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ তো সন্তানের বয়স ১৪/১৫ হয়ে গেলেও তাদেরকে রোযা থেকে বিরত রাখেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা হল, সাত বছর বয়সি বাচ্চাদেরকে রোযা রাখার প্রতি চাপাচাপি করা যাবে না। তবে দশ বছরের পর যখন থেকে দু-একটি করে রোযা রাখার ব্যাপারে শারীরিকভাবে সক্ষম হয়, তখন থেকে কিছু কিছু রোযা রাখতে উৎসাহিত করবে। আর বালেগ হওয়ার পরই যেহেতু তার উপর পুরো রমযান রোযা রাখা আবশ্যক হয়ে যায় তাই সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে বারো-তেরো বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়-দশ বছর বয়সেই রোযার প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে। যেন বালেগ হওয়ার পর পূর্ণ রোযা রাখতে সমস্যা না হয়। -মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ৭২৯৩, ৭২৯৪; ফাতাওয়া শামী ২/৪০৯

রোযার নিয়ত:

রোযার নিয়ত করা ফরয। নিয়তের অর্থ অন্তরের সংকল্প। যেমন মনে মনে এভাবে সংকল্প করবে যে, 'আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আগামীকাল রোযা রাখব'। নিয়তের জন্য অন্তরের সংকল্পই যথেষ্ট, মুখে বলা জরুরি নয়। তবে মুখে বলা ভালো। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫। * আরবী নিয়ত জরুরি নয়, উত্তমও নয়। আরবী নিয়তে পৃথক কোনো সওয়াবও নেই। তাই নিজ ভাষায় নিয়ত করবে। * রোযার উদ্দেশ্যে সাহরী খেলে সেটিই রোযার নিয়তের জন্য যথেষ্ট। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫।

নফল ও কাযা রোযার নিয়তের সময় :

নফল রোযার ক্ষেত্রেও সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্তের ঠিক মধ্যবর্তী সময় এর আগে নিয়ত করলেও রোযা হয়ে যাবে। তবে রমযানের কাযা রোযার জন্য রাতেই অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা জরুরি। সুবহে সাদিকের পরে কাযা রোযার নিয়ত করা সহীহ নয়। তাই সুবহে সাদিকের পরে কাযা রোযার নিয়ত করলে তা নফল হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৪; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০

নিয়তের সময় কখন শুরু হয় :

নিয়তের সময় শুরু হয় পূর্বের দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে। যেমন- মঙ্গলবারের রোযার নিয়তের সময় সোমবার দিবাগত রাত তথা সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ হয়। সুতরাং সোমবার সূর্যাস্তের আগে মঙ্গলবারের রোযার নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। কেননা হাদীসে রাতে নিয়ত করার কথা বলা হয়েছে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৩; রদ্দুলমুহতার ২/৩৭৭

সাহরী ও ইফতার :

সাহরী:

সাহরী খাওয়া সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া জরুরি নয়, এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নত আদায় হবে। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরীতে বরকত রয়েছে।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৫। অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাহরী খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা ছেড়ে দিও না। যদিও এক ঢোক পানি দিয়ে হোক না কেন। কারণ যারা সাহরী খায় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১০৮৬

সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে সাহরী খাওয়া

সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে এত দেরি করা মাকরূহ যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

হযরত আবুদুল্লাহ ইবেন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابن عباس رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا معاشر الأنبياء امرنا أن تعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا.

অর্থ: 'সকল নবীকে (সময় হয়ে গেলে দেরি না করে) তাড়াতাড়ি ইফতার করতে আদেশ করা হয়েছে এবং সাহরী বিলম্বে খেতে বলা হয়েছে।' -আলমুজামুল আওসাত ২/৫২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৬৮

আমর ইবনে মায়মুন আলআওদী বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম (সময় হায় যাওয়ার পর) তাড়াতাড়ি ইফতার করে নিতেন আর সাহরী বিলে খেতেন।' -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৯১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯০২৫

আযান শুনে সাহরী খাওয়া বন্ধ করা

অনেকে আযান শুনে সাহরী খাওয়া বন্ধ করে। এটা ঠিক নয়। এমনটি করলে রোযা সহীহ হবে না। কেননা আযান দেওয়া হয় সুবহে সাদিক অর্থাৎ ফযরের ওয়াক্ত হওয়ার পর। আর সাহরী খাওয়ার শেষ সময় হল সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। সুতরাং

আযানের আগে এমনকি ফযরের ওয়াক্তের আগেই অবশ্যই সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

ইফতার:

সূর্যাস্তের পরপরই দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশ করেন,

لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ অর্থ: যতক্ষণ মানুষ দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে ততক্ষণ তারা কল্যাণের উপর থাকবে। -সহীহ বুখারী,হাদীস ১৯৫৭ * মাগরিবের নামায পড়ার আগে ইফতার করে নিবে, যেন সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি ইফতার করার সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ার আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা, তা-ও না পেলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।' -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৬৯২।

খেজুর দ্বারা ইফতার করা

* খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার শুরু করবে। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেন,

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

অর্থ: 'যার কাছে খেজুর আছে সে খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা পানি হল অতি পবিত্র।' -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৪

* পানাহারে যথাসম্ভব সংযমী হওয়া উচিত। ইফতার ও সাহরীসের প্রয়োজনের চেয়ে কিছু কম খাওয়ার দ্বারাও রোযা শক্তিশালী এবং অধির পরিপূর্ণ হয়। আর অধিক পানাহারে অনেক সময় মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলে শক্তিশালী হয় এং তাকে নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইফতার ও সাহরীতে কম খাওয়ার দ্বারা কু-প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়।

ইফতারের দুআ

*ইফতারেরপূর্ব মুহূর্তে বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫৩

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ইফতারের সময় এ দুআ পড়তেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَن تَغْفِرَ لِي. অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার ঐ রহমতের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যা সকল বস্তুতে পরিব্যপ্ত, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫৩

ইফতারের সময় হাদীসে এ দুআ পড়ার কথা এসেছে- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت

অর্থ: হে আল্লাহ আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৫৮

ইফতারের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ অর্থ : পিপাসা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা শিক্ত হয়েছে। আর আল্লাহ চাহেন তো রোযার সওয়াবও লেখা হয়েছে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৫৭

কেউ ইফতার করালে যে দুআ পড়বে

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ঘরে ইফতার করার পর তাদের জন্য এভাবে দুআ করতেন- أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّت عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. অর্থ: তোমাদের নিকট যেন রোযাদারগণ ইফতার করেন তোমাদের খাবার যেন পুণ্যবান লোকেরা আহার করেন এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫৪

প্রকাশ থাকে যে, ইফতার ছাড়া অন্য সময়ের দাওয়াত গ্রহণ করলে তখন দুআটি এভাবে পড়ার কথা হাদীসে আছে,

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُون অর্থ: তোমাদের খাবার যেন পুণ্যবান লোকেরা আহার করেন, ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য রহমতের দুআ করেন এবং

তোমাদের নিকট যেন রোযাদারগণ ইফতার করেন। -সুনানে কুবরা, বায়হাকী হাদীস ১৪৬৭৩

কখন রোযা কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরী :

* রমযানে রোযা রেখে কোনো প্রকার শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে কাযা-কাফফারা দু'টোই জরুরি। হাদীস শরীফে আছে, عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان, فأمره , النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রমযানে রোযা রেখে (ইচ্ছাকৃত) পানাহার করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন, যেন একটি দাস আযাদ করে বা দুই মাস রোযা রাখে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ায়। -সুনানে দারাকুতনী ২/১৯১, হাদীস ২৩০৮; মাবসূত সারাখসী ৩/৭৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৯-৪১০

* রমযানে রোযা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৯ একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফফারা আদায়ের আদেশ দেন। -সহীহ বুখারী ৬৭০৯; জামে তিরমিযী ৭২৪ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে (যে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সাথে কাযা আদায়েরও আদেশ করেন। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৬১ উল্লেখ্য, কাযা ও কাফফারার ক্ষেত্রে অবৈধ বা

হারাম মিলনের বিধানও একই। যদিও হারাম হওয়ার কারণে এর গুনাহ অনেক বেশি। -আদ্দুররুলমুখতার ২/৪০৯

* বিড়ি, সিগারেট ও হুক্কা পান করলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫ (বিস্তারিত দলিলের জন্য দেখুন: আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী রাহ.কৃত 'তারবীহুল জিনান বিতাশরীহী হুকমি শুরবিদ দুখান', পৃষ্ঠা: ৬৯; মাজমুআতু রাসাইল ২/৩১৯)

* সুবহে সাদিক হয়ে গেছে এ কথা জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা সম্পূর্ণরূপে আলো হয়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে ইচ্ছাকৃত খানাপিনা করলে বা স্ত্রী সহবাস করলে কাযা ও কাফফারা দু'টোই জরুরি হবে।

কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি:

* একটি রোযার পরিবর্তে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখতে হবে। চান্দ্রমাসের ১ম তারিখ থেকে কাফফারার রোযা শুরু করলে দু মাস রোযা রাখলেই চলবে। যদিও উভয় মাস বা কোনো এক মাস ২৯ দিনের হয়। আর যদি চাঁদের ১ম তারিখ থেকে শুরু করা না হয় তাহলে ধারাবাহিক ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

* যদি কারো স্থায়ী অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে ধারাবহিক দুই মাস রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকে তাহলে ৬০জন মিসকীনকে দুই বেলা পেট পুরে খাওয়াতে হবে অথবা

৬০ জনকে এক ফিতরা সমান (পৌনে দু কেজি গম বা তার মূল্য) সদকা দিতে হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯৩৭; শরহু মুখতাছারিত ত্বহাবী ২/৪১৯

* একজন মিসকীনকে ৬০ দিন দু বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালে অথবা ৬০টি সদকা ফিতরের সমপরিমাণ মূল্য দিলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫১৩

* কাফফারা আদায় করার ক্ষেত্রে ৬০ জনের টাকা বা ৬০ জনের খাবার ৬০ জনকে যেমন দেওয়া যায় তদ্রুপ ৬০ জনেরটা একজন দু'জনকে দেওয়াও বৈধ। তবে শর্ত হল, একদিনে একজনকে একদিনের টাকাই দেওয়া যাবে। দুই-তিন দিনের টাকা বা খাবার এক সাথে দেওয়া যাবেনা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/ ৩৭৮-৩৮০

* খাদ্য, বস্ত্র বা টাকা দিয়ে কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে পুরো কাফফারা একজন দু'জনকে একদিন একদিন করে দেওয়া হোক অথবা ৬০ জনকেই দেওয়া হোক সেটা একসাথে লাগাতার হওয়া জরুরি নয়। বরং মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে দু'জন তিনজন করে দিয়ে ৬০ জন পূর্ণ করলেও তা সহীহ হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬০-১৬১; আদ্দুররুল মুখতার৩/৩৭৮-৩৮০

* পূর্ণ খাবার খেতে পারে না এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদেরকে খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫১৪

* লাগাতার দুই মাস রোযা রাখার শক্তি-সামর্থ্য থাকলে রোযাই রাখতে হবে। তা না করে ৬০ জনকে খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। -সহীহ মুসলিম ১/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৫ আদ্দুররুল মুখতার ২/৪১২

* দুই মাস রোযা রাখতে গিয়ে কোনো ওজরেও (যেমন, ঈদের কারণে বা অসুস্থতার কারণে) যদি ধারাবাহিকতা ছুটে যায় তাহলে নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে পিছনের রোযাগুলো কাফফারার রোযা হিসেবে ধর্তব্য হবে না। ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, 'যার উপর কাফফারা হিসাবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা জরুরি সে যদি মাঝে অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে নতুন করে রোযা রাখা শুরু করবে।' -আলমুহাল্লা ৪/৩৩১

* কাফফারার রোযা রাখার সময় মহিলাদের হায়েযের কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করতে হবে না। তারা পবিত্র হওয়ার পরপরই আবার রোযা শুরু করে দিবে। পবিত্র হওয়ার পর কোনো দিন যদি রোযা না রাখে তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে নতুন করে লাগাতার ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। তবে নিফাসের (সন্ধান প্রসব পরবর্তী স্রাব) কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে নতুন করে শুরু করতে হবে। –কিতাবুল আসল ২/১৫৮-১৬০; রদ্দুল মুহতার ২/৪১২

* একই রমযান অথবা একাধিক রমযানের কয়েকটি রোযা ভেঙে ফেলার কারণে একাধিক কাফফারা ওয়যাজিব হলে সবগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আর যে কয়টি রোযা ভেঙ্গেছে কিংবা একেবারেই রাখেনি সেগুলোর হিসাব

করে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে রোযা কাযা করতে হবে। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৫৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৬; ফাতহুল কাদীর ২/২৬১

* কাফফারার রোযা এমন সময় শুরু করতে হবে যেন তার মধ্যে নিষিদ্ধ দিনগুলো না পড়ে। তথা শাওয়ালের ১ তারিখ অথবা যিলহজ্বের ১০ থেকে ১৩ তারিখ, এ দিন গুলো না আসে। কাফফারা আদায়ের দু'মাসের ভিতরে উক্ত নিষিদ্ধ দিনগুলো পড়লে সে দিনগুলোতে রোযা রাখলেও কাফফারা আদায় হবে না এবং উক্ত দিনগুলো বাদ দিয়ে দু'মাস পূর্ণ লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে হবে। -মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস করলেও কাফফারা আদায় হবে না বরং এক্ষেত্রে পুনরায় নতুন করে ১১৫১৯; আলবাহরুর রায়েক ৪/১০৫; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৩৪।

যেসব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় কাফফার ওয়াজিব হয় না-

* অযু বা গোসলের সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত গল্পর ভিতরে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হতে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সুফিয়ান সাওরী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে (অনিচ্ছাকৃত) গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হাদীস ৭৩৮০; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৮৪৪; কিতাবুল আসল ২/১৫০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭৮ ইবরাহীম নাখয়ী রাহ. বলেন, 'রোযা অবস্থায় কুলি করার সময় অথবা নাকে পানি দেওয়ার সময় যদি পানি ভিতর প্রবেশ করে এবং তা গলায় চলে যায় তবে সে ঐ দিনের রোযা পূর্ণ করবে এবং পরে তা কাযা করে নিবে। -কিতাবুল আসার, হাদীস ২৮৭ প্রকাশ থাকে

যে, পানি যদি শুধু নাকে প্রবেশ করে, গলায় না পৌঁছে তবে রোযা ভাঙবে না। আর রোযা অবস্থায় অযু-গোসলের সময় নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে না। তেমনিভাবে গড়গড়াও করবে না। * দাঁতের ফাঁকে থেকে যাওয়া (একটি ছোলা বা তার অধিক পরিমাণ)খাবার গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। আর ছোলা পরিমাণের চেয়ে কম হলে রোযা ভাঙবে না। -মাবসূত, সারাখসী ৩/৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২

* অন্যের হুমকিতে বাধ্য হয়ে রোযা ভঙ্গের কোনো কাজ করলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪০১: ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৯৩

* ঘাম অথবা চোখের পানি যদি এত বেশি পরিমাণে মুখে প্রবেশ করে যে, গলার ভিতর স্বাদ অনুভূত হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। কিন্তু গলায় স্বাদ না পেলে বরং শুধু মুখে স্বাদ পাওয়া গেলে রোযা ভাঙবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে কাযাও করতে হবে না। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

* অসাবধানতাবশত কোনো খাদ্য বা পানীয় অনিচ্ছাকৃত গলার ভিতর চলে গেলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। -আলবাহরুর রায়েক ২/২৭১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২

* যে সকল বস্তু সাধারণত খাদ্যদ্রব্য নয় অথবা দেহের কোনো উপকারে আসে না সেগুলো গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। যেমন, মাটি, পাথর ইত্যাদি। তবে যদি কোন ব্যক্তি মাটি খেতে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে

কাফফারাও ওয়াজিব হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৭৩

* ইচ্ছাকৃত মুখভরে বমি করলে রোযা ভেঙে যাবে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কোনো ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোযা ভাঙবে না) আর যে ইচ্ছাতকৃত (মুখ ভরে) বমি করবে সে যেন রোযা কাযা করে।

*-জামে তিরমিযী, হাদীস : ৭২০ আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত গলার ভিতরে প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত উক্ত ধোয়া টেনে না নেয় বরং সাধারণভাবে ঘ্রাণ নাকে যায় কিংবা এমনিতেই * রোযা অবস্থায় হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙে যাবে। পরে সে ধোয়া চলে যায় তাহলে রোযা ভাঙবে। রোযাটিও কাযা না। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫ ত্বহাবী ২/৪৪০

* পেটের এমন ক্ষতে ওষুধ লাগালে রোযা ভেঙে যাবে যে ক্ষত দিয়ে করতে হবে। -শরহু মুখতাছারিত লাগালে পরে সে রোযার কাযা করে নিতে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ওষুধ পেটের ভিতরে চলে যায়। বিশেষ প্রয়োজনে এমন ক্ষতস্থানে ওষুধ ১/২০৪; যাবিতুল মুফাততিরাত, পৃষ্ঠা: ৫৭

* সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, কিন্তু না জেনে সাহরীর সময় আছে মনে করে পানাহার বা স্ত্রী সঙ্গম করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আউন রাহ. থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহ. রাত্র বাকি আছে ভেবে সাহরী খেলেন। তারপর জানতে পারলেন, তিনি সুবহে সাদিকের পর সাহরী করেছেন তখন তিনি বললেন, 'আমি আজ রোযাদার নই।' (অর্থাৎ

আমাকে এ রোযার কাযা করতে হবে)। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯১৩১।

তদ্রূপ ইফতারির সময় হয়ে গেছে ভেবে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতারি করে নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উভয় ক্ষেত্রে কাযা করতে হবে। হযরত হানযালা রা.বলেন, আমি রমযান মাসে উমর রা. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কিছু পানীয় পেশ করা হল এবং কেউ কেউ সূর্য ডুবে গেছে মনে করে তা পান করল। তখন মুয়ায্যিন উচ্চস্বরে বললেন আমীরুল মুমীনিন আল্লাহর কসম সূর্য এখনো ডোবেনি, তা উদিত অবস্থায় আছে। তখন উমর রা. বললেন, যারা ইফতার করে ফেলেছে তারা যেন তার পরিবর্তে আরেকটি রোযা রাখে আরা যারা ইফতার করেনি তারা যেন সূর্য ডুবা পর্যন্ত তা পূর্ণ করে। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/১৪৯, হাদীস ৯১৩১; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৫

* কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করার পর রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং শুধু কাযা করা জরুরি হবে। -শরহু মুখতাছারুত ত্বহাবী ২/৪৬৩

* বমি হওয়ার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে রোযা ভেঙ্গে ফেললে শুধু কাযা করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪০১

কাযা রোযার নিয়ত-সংক্রান্ত মাসায়েল:

রমযানের কাযা রোযার জন্য রাতেই নিয়ত করা জরুরী। দিনের বেলা কাযা রোযার নিয়ত করা সহীহ নয়। তাই দিনের বেলা কাযা রোযার নিয়ত করলে তা নফল হবে। -কিতাবুল আছল ২/১৬৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭০; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০

* কাযা রোযা বা মানতের রোযার নিয়তে রোযা শুরু করার পর যদি জানতে পারে যে, তার যিম্মায় উক্ত রোযা নেই, অতঃপর সে তা ভেঙে ফেলে তাহলে এর কাযা আদায় করা তার জন্য জরুরি নয়। তবে এক্ষেত্রেও রোযা না ভেঙে তা পূর্ণ করাই উত্তম। -কিতাবুল আসল ২/১৬৩; আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৮২; আলবাহরুর রায়েক ২/২৮৭।

যেসব কারণে রোযা ভাঙে না, ক্ষতিও হয় না :

এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর কারণে রোযা ভাঙে না। এমনকি রোযার কোনো ক্ষতিও হয় না। অথচ সেগুলোকে কেউ কেউ রোযা ভঙ্গের কারণ মনে করে। ফলে এমন কোনো কাজ হয়ে গেলে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে ফেলে। আবার কেউ কেউ এ সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে তা পরিহার করতে গিয়ে অনাবশ্যক কষ্ট ভোগ করে। অতএব এসব বিষয়েও সকল রোযাদারের অবগত হওয়া জরুরি। যেন রোযার হুকুম পালন করা সহজ হয়। বিষয়গুলো হল-

* কোনো রোযাদার তার রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে তার রোযা নষ্ট হবে না। তবে রোযা স্মরণ হওয়ামাত্র এ পনাহার বা রোযাভঙ্গকারী বস্তু পরিহার করতে হবে। -শরহু মুখতাছারিত ত্বহাবী ২/৪১১; ফাতাওয়া

হিন্দিয়া ১/২২০ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

অর্থ: যে ব্যক্তি ভুলে আহার করল বা পান করল সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন। -সহীহ মুসলিম ১/৩৬৪, হাদীস ১১৫৫ * রোযাদারকে ভুলে খেতে দেখলে তাকে রোযার কথা স্বরণ করিয়ে দিবে। তবে দেখে যদি অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষুধার্ত মনে হয় তাহলে স্বরণ করাবে না। -ফাতহুল কাদীর ২/২৫৫, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৪ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৫

*চোখে ওষুধ, ড্রপ কিংবা সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রে ওষুধের স্বাদ গলায় অনুভব করলেও রোযা ভাঙবে না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭২৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪/২০৭-২০৮: ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রা. রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৭৮

* রাতে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু গোসল করা হয়নি এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেছে; এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য রোযা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ অপবিত্র থাকা উচিত নয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০০

* অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভাঙে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

من ذرعه القي فليس عليه القضاء অর্থ: যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তাকে উক্ত রোযার কাযা করতে হবে না। (অর্থাৎ তার রোযা ভাঙবে না)। -জামে তিরমিযী ১/১৫৩, হাদীস ৭২০

তদ্রূপ রোযাদার ব্যক্তির যদি অনিচ্ছায় অল্প পরিমাণ বমি মুখে চলে আসে অতঃপর তা আবার ভিতরে চলে যায়, তাহলেও ঐ ব্যক্তির রোযা নষ্ট হবে না। -ফাতহুল কাদীর ২/২৬০; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২১১ রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪ *

ঢেকুরের সাথে অল্প খাবার মুখে চলে আসার পর নিজ থেকেই তা পেটে চলে গেলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে কখনো ঢেকুরের সাথে খাবার মুখে চলে আসলে তা গিলে ফেলবে না; বরং অবশ্যই ফেলে দিবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৫৬; ফাতহুল কাদীর ২/২৫৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

* দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা ছোলার দানার চেয়েও কম পরিমাণ খাবার গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না, তবে মাকরূহ হবে। হ্যাঁ, ছোলার চেয়ে কম পরিমাণে খাবারও মুখ থেকে বের করে পুনরায় গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৫

ধোঁয়া বা ধুলাবালি অনিচ্ছাকৃত গলা বা পেটের ভিতর চলে গেলে রোষা ভাঙবে না। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৮৮৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

** মাছি কিংবা কীটপতঙ্গ অনিচ্ছাকৃত পেটের ভিতর ঢুকে গেলে রোযা ভাঙবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'কারো গলায় মাছি ঢুকে গেলে রোযা ভাঙবে না।' -সহীহ বুখারী ১/২৫৯; মুসান্নাফ ইবনে আবুীশাইবা ৬/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

* কুলি করার পর সাধারণত মুখে যে পানি লেগে থাকে তা রোযা অবস্থায় থুথুর সাথে গিলে ফেললে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৬

* স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ ভরে বমি হল। তিনি তখন বললেন, তিনটি বস্তু রোযাভঙ্গের কারণ নয়। বমি, শিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ। -সুনানে কুবরা বাইহাকী ৪/২৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৭১৯; কিতাবুল আসল ২/১৪৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

* মাথায় বা শরীরে তেল ব্যবহার করলে রোযার ক্ষতি হয় না। -মুসান্নাফআব্দুর রাযযাক ৪/৩১৩; আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৫

* চোখের দু'এক ফোটা পানি মুখে চলে গেলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবে যদি মুখে এত বেশি পরিমাণ অশ্রু চলে যায় যে, পুরো মুখে অশ্রুর লবণাক্ততা অনুভূত হয় এবং রোযদার তা গিলে ফেলে তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪০৩-৪০৪

তবে রোযা অবস্থায় কু-চিন্তা অবশ্যই গর্হিত কাজ। -ফাতাওয়া * রতি-ক্রিয়া ছাড়া শুধু কল্পনার কারণে শুক্রক্ষরণ হলে রোযা ভঙ্গ হয় হিন্দিয়া ১/২০৪ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৬ *

কামভাবে কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করার ফলে কোনো ক্রিয়া ছাড়াই বীর্যপাত হলে রোযা ভাঙবে না। তবে রোযা অবস্থায় স্ত্রীর দিকেও এমন দৃষ্টিতে তাকানো অনুচিত। আর অপাত্রে কদৃষ্টি তো গুনাহ, যা রোযা অবস্থায় আরো ভয়াবহ। এটা রোযার ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২৫৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫১

* সাহরীর সময় পান খেলে ভালোভাবে কুলি করে নিতে হবে। যাতে পান-সুপারির কোনো অংশ মুখে না থাকে। এরপরও থুথুতে লালচে ভাব থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। এর কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২০৩

* সুস্থ অবস্থায় রোযার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন কিংবা পাগল হয়ে যায় তাহলে ঐ রোযা নষ্ট হবে না, বরং তা আদায় হয়ে যাবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬৮ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৭১

* রোযা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। এবং সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করলেও রোযা ভাঙে না। তাই রোযা অবস্থায় ব্লাড টেস্ট করা যাবে। এতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে রোযা অবস্থায় ডোনার হিসেবে কোনো রুগীকে রক্ত দেওয়া ঠিক নয়, যার কারণে রোযা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা হয় বা রোযা অধিক কঠিন হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস **১৯৩৯**

সুতরাং রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া যাবে। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে যদি এত দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় যে, রোযা পূর্ণ করতে পারবে না। তাহলে তার জন্য রক্ত দেওয়া মাকরূহ। -ফাতাওয়া ১/১৯৯; রদ্দুল মুহতার তাতারখানিয়া ২/৩৭৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৩৯৫

* দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। তবে রোযা আবস্থায় রক্ত বের হলে তা যেন গলায় চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গলায় যদি রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় কিংবা রক্ত যদি থুথুর সমপরিমাণ বা বেশি হয়ে থাকে তাহলে তা গিলে ফেলার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে। এক্ষেত্রে ঐ রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি থুথুর চেয়ে রক্তের পরিমাণ কম হয় এবং গলায় স্বাদও অনুভূত না হয় তাহলে রোষা ভাঙবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয়:

এখানে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহ তাহরীমী বোঝানো উদ্দেশ্য। কোথাও মাকরূহ তানযিহী হলে তা স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, মাকরূহ কাজের ক্ষেত্রে এমন মানসিকতা ঠিক নয় যে, এটা করলেও তেমন কোনো অসুবিধা নেই। মাকরূহ তাহরীমীতে তো গুনাহ আছেই, মাকরূহ তানযিহীও বর্জনীয়। মাকরূহ তানযিহীর দ্বারাও ইবাদতের ফযীলত ও বরকত হ্রাস পায়। সুতরাং যে কোনো ইবাদত যাবতীয় মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থেকে আদায় করা উচিত।

* কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় (ভিতরে পানি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এরূপ অসতর্কতার সাথে) উপরের দিকে পানি পৌঁছানো মাকরূহ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৮৮। ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৭৯

* রোযা অবস্থায় বিনা ওজরে খাবার বা অন্য কিছু চিবানো কিংবা জিহ্বাতে লাগানো মাকরূহ। তবে একান্ত নিরুপায় হলে অনুমতি আছে। কিন্তু খাদ্য চিবানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবারের কোনো অংশ বা স্বাদ গলায় চলে না যায়। কেননা গলায় স্বাদ বা কোন কিছু চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। ইবরাহীম নাখয়ী রাহ. বলেন,

بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم لا تدخل حلقها

অর্থ: কোনো মহিলা তার সন্তানের জন্য রোযা অবস্থায় খাদ্য চিবিয়ে দিতে সমস্যা নেই: যদি খাদ্য গলায় চলে না যায়। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৩৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯;

* এমন কাজ করা মাকরূহ, যা দ্বারা রোযাদার নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, শিঙ্গা লাগানো। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৬

*রোজা অবস্থায় স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর আলিঙ্গন করা মাকরুহ। তবে কাপড় পরিহিত থাকলে এবং নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে মাকরূহ নয়। অবশ্য যদি এর দ্বারা কামভাব জাগ্রত হয় কিংবা মযী বের হয় তাহলে মাকরূহ হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০০

* ইচ্ছাকৃত মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ। তবে জমা না করে এমনি থুথু বা লালা গিলে ফেলা মাকরূহ নয় এবং এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

* রোযা অবস্থায় গীবত করলে, গালি-গালাজ করলে, বে-পর্দা চললে, টিভি-সিনেমা দেখলে, গান-বাদ্য শ্রবণ করলে এবং যে কোনো বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। আর এ কাজগুলো যে সর্বাবস্থায় হারাম, তা তো বলাই বাহুল্য।

হাদীসে কুদসীতে আছে- আল্লাহ তাআলা বলেন,

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب অর্থ: 'তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন সে যেন অশালীন কথাবার্তা না বলে ও হৈচৈ না করে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪

* রোযা অবস্থায় এ পরিমাণ রক্ত দেওয়া মাকরূহ, যা দ্বারা শরীর অধিক দুর্বল হয়ে যায়। তবে যদি কেউ দুর্বলতা অনুভব না করে তাহলে তার জন্য রক্তদান মাকরূহ নয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯৪০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৭৯

* বিনা ওজরে গ্লুকোজ জাতীয় ইঞ্জেকশন (যা খাদ্যের কাজ দেয়) নেওয়া মাকরূহ।

* টুথ পাউডার, পেস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরূহ। কিন্তু এগুলোর স্বাদ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা জরুরি হবে। তাই রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করবে না। টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে ব্রাশ করতে হলে সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগেই করে নিবে। -ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৪১; জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৫১৮

*রোযা অবস্থায় পান, গুল, জর্দা, তামাক ইত্যাদি মুখে রাখা মাকরূহ। তবে গলায় এগুলোর স্বাদ অনুভূত হলে রোযা ভেঙে যাবে। এক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা দু'টোই জরুরি।

* ইস্তিঞ্জার সময় পানি ব্যবহারে এত অতিরিক্ত করা মাকরূহ, যার দ্বারা পানি ভিতরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

* রোযাদার মহিলাদের লিপস্টিক বা লিপজেল ব্যবহার করা জায়েয। তবে রোযা অবস্থায় এগুলো ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ মুখে চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয়ে যাবে। আর গলায় স্বাদ অনুভব হলে রোযা ভেঙে যাবে।

* রোযা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনে দাঁত তোলা জায়েয। অতি প্রয়োজন ছাড়া মাকরূহ। আর মুখে লাগানো ওষুধ গলায় চলে গেলে কিংবা থুথু থেকে বেশি বা সমপরিমাণ রক্ত গলায় গেলে রোযা ভেঙে যাবে। -আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৬

* এমন কামভাব নিয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করা মাকরূহ, যার দ্বারা মযী (বীর্যের আগে নির্গত তরল) বের হয়ে যায়।

* নিতম্ব পানিতে ডোবা অবস্থায় বায়ু ত্যাগ করা মাকরূহ। কারণ এতে ভিতরে পানি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়:

* রোযাদারের জন্য কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া মাকরূহ নয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯

* শরীর শীতল করার জন্য গোসল করা মাকরূহ নয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

* রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে জিহ্বা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া বা প্রয়োজনে বাচ্চাদের খাদ্য চিবানো মাকরূহ নয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবারের স্বাদ গলায় চলে না যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রোযা অবস্থায় সিরকা বা অন্য কিছুর স্বাদ পরীক্ষা করতে সমস্যা নেই। যদি তা গলার ভেতর না যায়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৩৬৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৬

রোযাদারের জন্য সুরমা লাগানো বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬৮

** রোযা অবস্থায় টুথ পাউডার, পেস্ট ইত্যাদি ছাড়া কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়। এতে রোযার কোনো ক্ষতিও হয় না। বরং অন্য সময়ের মতো রোযা অবস্থাতেও মিসওয়াক করা সুন্নত। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯

হযরত আমের ইবনে রাবীয়া রাহ. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। -সহীহ বুখারী ১/২৫৯

* রোযাদারের জন্য বিকেলে এমনকি ইফতারের পূর্বেও মিসওয়াক করা অন্য সময়ের মতোই সুন্নত। হাসান বসরী রাহ.কে রোযা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করতে কোনো অসুবিধা নেই। মিসওয়াক পবিত্রতার মাধ্যম। অতএব দিনের শুরুতে এবং শেষেও মিসওয়াক করো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৮৯; মারাবিল ফালাহ ৩৭২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

* গাছের কাঁচা ডাল কিংবা পানিতে ভেজানো ডালের স্বাদ মুখে অনুভূত হলেও তা দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়; বরং জায়েয। উরওয়া রাহ. রোযা অবস্থায় তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করে মিসওয়াকের সুন্নত আদায় আবু আবী শাইবা, হাদীস ৯২৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

রোযার আধুনিক মাসায়েল:

রমযানে দেশ পরিবর্তনের কারণে রোযা কম-বেশী হলে

* রমযানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফরের কারণে কোনো ব্যক্তির রোযা যদি ২৭ বা ২৮টি হয়ে যায় অর্থাৎ ২৭/২৮টি রোযা রাখার পর যে দেশে গেছে সে দেশে ঈদের চাঁদ উদিত হয়ে যায় তাহলে তার কর্তব্য হল, ঐ দেশের লোকদের মতো সেও রোযা ছেড়ে দিবে এবং সকলের সাথে ঈদ করবে। পরবর্তীতে আরো দুই বা একটি রোযা

কাযা করে ২৯ রোযা পূর্ণ করে নিবে। -ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৫; ফাতাওয়া লাজনাতিদ দাইমা ১০/১২৭

* তদ্রূপ এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফরের কারণে কারো রোযা যদি ৩০টির বেশি হয়ে যায় যেমন-কেউ রমযানের শুরুতে সৌদি ছিল। সেখানে বাংলাদেশের এক/দুই দিন আগেই রোযা শুরু হয়েছে। এরপর শেষের দিকে বাংলাদেশে এল। তার রোযা ৩০টি হলেও বাংলাদেশে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে তার কর্তব্য হল, রমযানের সম্মানার্থে রোযা রাখা এবং এদেশের লোকদের সাথে একত্রে ঈদ করা। -ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৫; ফাতাওয়া লাজনাতিদ দাইমা ১০/১২৭

বিমানের যাত্রীগণ কখন ইফতার করবে?

* বিমানের যাত্রীগণ নিজেরা যখন সূর্যাস্ত হতে দেখবে তখনই ইফতার করবে। সুতরাং বিমানের ভেতেরে আকাশে থেকে জমিনের সময় অনুযায়ী ইফতার করা যাবে না এবং যে এলাকার আকাশের উপর বিমান থাকবে সেখানের স্থলভাগের হিসেবেও ইফতার করা যাবে না। এক্ষেত্রে যদি রোযা ২০-২২ ঘণ্টারও বেশি হয়ে যায় তবু সূর্যাস্ত যাবে না। তবে হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত অবস্থায় রোযা পুরা করতে গেলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে সে রোযা শে ফেলতে পারবে এবং পরবর্তীতে এ রোযা কাযা করে নিবে। রছড় মুহতার ২/৪২০ না দেখেই ইফতার কর

* রোযা অবস্থায় বিমানে পশ্চিম দিকে সফর করার কারণে দিন যদি ওয় হয়ে যায় তাহলেও (বিমানে বা জমিনে যেখানেই থাকবে সেখানের তা অবস্থানস্থলে) যখন সূর্যাস্ত

হবে তখনই তার ইফতারের সময় হবে। ও আগে ইফতার করা বৈধ হবে না। অবশ্য দিন বেশি বড় হয়ে যাওয়ার কারণে রোযা রাখা যদি অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে যায় তাহলে তার জন রোযা ভেঙে ফেলার অনুমতি আছে। তবে পরবর্তীতে এ রোযাটি কাং করে নিতে হবে।

যেসব এলাকায় দিন অনেক বড় হয়

* যেসব দেশে দিন ১৬/১৭ ঘণ্টা অথবা তার চেয়েও বড় সেসব দেশেও সূর্যাস্ত পর্যন্তই রোযার সময়। সূর্যাস্তের আগে ইফতার করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ অর্থ: অত:পর তেমারা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭) তবে হ্যাঁ, দিন অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ার কারণে রোযা রাখার কারণে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা খুব বেশি কষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে নিতে হবে। -ফিকহুল নাওয়াযিল ২/১৫২

যেখানে সূর্যাস্তের পরই সূর্য উঠে যায় বা সূর্য অস্তমিত হয় না

* যেসব এলাকায় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আবার সূর্য উদয় হয়ে যায় বা যেখানে অনেক দিন সূর্য উদয় হয় না কিংবা অস্ত না যায় সেসব এলাকার মুসলমানদের উপরও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। এসব

এলাকায় নামায-রোযার সময় নির্ধারণের জন্য করণীয় হল, সবচেয়ে নিকটবর্তী যে এলাকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যায় সে এলাকার সময়ের সাথে মিলিয়ে নামায-রোযা আদায় করা। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/ ১৫৪

রোযা অবস্থায় কানে তেল, ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করা

* রোযা অবস্থায় কানের ভিতর তেল, ড্রপ বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে। এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না। তদ্রূপ কানের ভিতর পানি চলে গেলেও রোযা ভাঙবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ, দশম সংখ্যা ২/৪৪৪, ৩৬৫

নাকে ড্রপ, স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার

* নাকে ড্রপ, স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহারের পর তা যদি গলার ভিতরে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য গলায় না গেলে বা স্বাদ অনুভূত না হলে রোযা ভাঙবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৪৫৪; আলমওসুআতুত তিব্বিয়্যা আলফিকহিয়্যাহ ৬২৪

রোযা অবস্থায় অক্সিজেন নেওয়া

* অক্সিজেন নিলে রোযা ভাঙবে না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

* ইঞ্জেকশন, ইনসুলিন ও স্যালাইন নিলে রোযা ভাঙ্গবে না। অবশ্য গ্লুকোজ জাতীয় ইঞ্জেকশন অর্থাৎ যে সকল স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন খাদ্যের কাজ দেয় তা রোযা অবস্থায়

মারাত্মক অসুস্থতা ছাড়া নেওয়া নাজায়েয। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০; আলাতে জাদীদা কে শরয়ী আহকাম ১৫৩

মস্তিষ্কে ওষুধ ব্যবহার করা

* মস্তিষ্কে অপারেশনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভিতর কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। তেমনি মাথার কোনো ক্ষতে ওষুধ লাগানোর ফলে তা মস্তিষ্কের ভিতর চলে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ, দশম সংখ্যা ২/৩৬৫, ৪৫৪; যাবিতুল মুফাততিরাত ৫৭

ভেন্টোলিন ইনহেলার

শ্বাসকষ্ট বা বক্ষব্যাধির জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি Fatema Tuzachoল্লিশড়িঙে যায়। তাই রোযা অবস্থায় যদি এই ওষুধ ব্যবহার করা হয় তাহলে পরবর্তীতে এর কাযা করে নিতে হবে। ওষুধ ব্যবহারের পর সুস্থ থাকলে বাকি দিন অনাহারেই কাটাতে হবে। সুতরাং অসুস্থতা বেশি হওয়ার কারণে দিনে তা ব্যবহার করা জরুরি হলে ব্যবহার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে করণীয় হল, রমযানের রোযা রাখবে আর উক্ত ওযরের কারণে ইনহেলার ব্যবহার করলেও অন্যান্য পানাহার থেকে বিরত থকবে। পরবর্তীতে রোগ ভালো হলে এর কাযা করে নিবে। ওযর যদি সারা বছর থাকে তাহলে ফিদিয়া আদায় করবে।– রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫, মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ, দশম সংখ্যা ২/৩১-৬৫; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০১

নাইট্রো গ্লিসারিন :

এ্যারোসল জাতীয় এ ওষুধটি হার্টের রোগীরা ব্যবহার করেন। ডাক্তারের মতে ওষুধটি জিহ্বার নিচে ২/৩ ফোটা দেওয়ার পর সাথে সাথে শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। এ হিসাবে এ ওষুধ ব্যবহার করার পর গলাতে ওষুধ না গেলে বা এর স্বাদ না পৌঁছলে রোযা ভাঙবে না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২৯৯

এন্ডোসকপি:

এ পরীক্ষার সময় টিউবের সাহায্যে পাকস্থলিতে পানি বা ওষুধ ইত্যাদি কোনো কিছু যদি দেওয়া না হয় তাহলে এন্ডোসকপির কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি টিউবের সাথে বা এর সাহায্যে ভিতরে কোনো ওষুধ, পানি বা অন্য কিছু দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। তাই যে ডাক্তার পরীক্ষা করবেন তার থেকে জেনে নিতে হবে যে, টিউবের সাথে বা এর সাহায্যে ভিতরে কোনো কিছু দেওয়া হয়েছে কি না।- আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮; আদ্দুররুল মুখতার; ২/৩৯৭ মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৪৫৫, ৪৬৫; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

প্রকাশ থাকে যে, রমযানে এন্ডোসকপি করার প্রয়োজন হলে ইফতারের পর করার চেষ্টা করবে।

এনজিওগ্রাম :

এনজিওগ্রাম করলে রোযা নষ্ট হয় না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২৯৮

পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার বা অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার :

পুরুষ বা মহিলাদের পেশাবের রাস্তায় কোনো ধরনের ওষুধ বা ক্যাথেটার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোনো যন্ত্র ইত্যাদি প্রবেশ করালে রোযা ভাঙ্গবে না। তদ্রূপ এখানে কোনো ওষুধ দিলেও রোযার ক্ষতি হবে না।-মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৩৬৫, ৪৫৪; যাবিতুল মুফাততিরাত ১৭৬; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

সাপোজিটর ব্যবহার

মলদ্বার দিয়ে কোনো ওষুধ ভিতরে প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে। যেমন জ্বর বা ব্যথার কারণে ঢুশ বা সাপোজিটর ব্যবহার করা। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৩৪৪;

ডায়ালাইসিস:

রোযা অবস্থায় রক্ত দেওয়া-নেওয়া দু'টোই জায়েয। এর কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। তাই ডায়ালাইসিসের কারণে রোযা ভাঙবে না। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে অধিক দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে রোযা অবস্থায় রক্তদান মাকরূহ। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে:

মুসাফির:

* মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে বেশি কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। হযরত আসিম রাহ. বলেন, হযরত আনাস রা.কে সফরের হালতে রোযা রাখার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। তবে রোযা রাখা উত্তম।'-মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হাদীস : ৯০৬৭

আর অস্বাভাবিক কষ্ট হলে রোযা রাখা মাকরূহ। এ অবস্থায় রোযা না রেখে পরে কাযা করে নিবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪২১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪০৩

* সফর শুরু করার আগে থেকে রোযা না রাখা বৈধ নয়। কেননা সফরের কারণে রোযা না রাখার সুযোগ তখন প্রযোজ্য হবে যখন দিনের শুরু অর্থাৎ সুবহে সাদিকের সময়ই মুসাফির থাকবে।- আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৯; ফাতহুল কাদির ২/২৮৮ তবে কখনো রোযা রাখা যদি অস্বাভাবিক কষ্টকর হয়ে যায় এবং পানাহার না করলে অসুস্থ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তখন রোযা ভাঙা জাযেয। এ হুকুমটি সকল রোযাদারের জন্যই প্রযোজ্য। হাসান বসরী রাহ. বলেন, যখন রমাযান মাসে কোন ব্যক্তি রোযা রাখে অতঃপর সফরের ইচ্ছায় বের হয় তবে সে যেন ওই দিন রোযা না ভাঙ্গে। অবশ্য তার যদি অধিক পিপাসার্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে এবং পরে কাযা

করে নিবে। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৭৬৬; ফাতহুল কাদীর ২/ ২৮৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১

* যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় সাহরী খেয়ে সফর শুরু করেছে তার জন্য সফরের অজুহাতে রোযা ভাঙা জায়েয নয়। ভাঙলে গুনাহগার হবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬

* সফর অবস্থায় রোযা রাখা শুরু করলে তা ভাঙা জায়েয নয়। ওযর ছাড়া কেউ ভেঙে ফেললে গুনাহগার হবে। তবে কাফফারা দিতে হবে না। শুধু কাযা করবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১

* মুসাফির সফরের কারণে রোযা রাখেনি, কিন্তু দিন শেষ হওয়ার আগেই মুকীম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেদিনের অবশিষ্ট সময় রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। আর পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে নিবে। হাসান বসরী রাহ. বলেন, যে মুসাফির রমযানের দিনে (সফরের হালতে) খানা খেয়েছে সে মুকীম হয়ে গেলে দিনের বাকি অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকবে। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১, হাদীস: ৯৪৩৬-৯৪৩৮ অবশ্য দীর্ঘ অনাহারে থাকার কারণে যদি মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট হয় তাহলে খাবার খেতে পারবে। -কিতাবুল আছল ২/ ১৪৯; ফাতহুল কাদীর ২/২৮২

অসুস্থ ব্যক্তি

রোযার কারণে যদি রোগ বৃদ্ধি পায় কিংবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। উল্লেখ্য যে, উক্ত আশঙ্কা যদি বাস্তবসম্মত ও প্রবল হয় তবেই রোযা ভাঙতে পারবে। নতুবা একজন অভিজ্ঞ দ্বীনদার চিকিৎসকের মতামত জরুরি হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

গর্ভবতী

রোযা রাখার কারণে গর্ভবতী মহিলার নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানি বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির প্রবল আশঙ্কা হলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। পরে এ রোযা কাযা করে নিবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯

দুগ্ধ দানকারিনী

إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع. অর্থ: আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোযার হুকুম শিথিল করেছেন এবং আংশিক নামায কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারিনীর জন্যও রোযার হুকুম শিথিল করেছেন।-জামে তিরমিযী ১/১৫২, হাদীস ৭১৫

দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি

বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে রোযা রাখবে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদয়া দেওয়ার নির্দেশ এসেছে।-সূরা বাকারা (২): ১৮৪

রোজা অবস্থায় হায়েয-নেফাস:

রোজা অবস্থায় হায়েজ শুরু হলে : রমজান মাসে দিনের বেলায় হায়েজ নেফাজ আরম্ভ হলে বাকি দিন পানাহার করতে পারবে।

স্রাব শুরু হতে পারে এজন্য রোযা ভাঙা

অভ্যাস অনুযায়ী দিনের যে কোনো সময় স্রাব শুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় দিনের শুরু থেকে রোযা না রাখা বা রোযার নিয়ত থেকে বিরত থাকা জায়েয নেই। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২১৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

স্রাব শুরু হতে পারে এজন্য রোযা না রাখা

হায়েয আসতে পারে; এই আশঙ্কায় রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই বরং এক্ষেত্রে বিধান হল স্রাব দেখে রোযা-নামায ছাড়বে। এমনকি কোন মহিলা যদি স্রাব আসতে

পারে এই আশঙ্কায় রোযা ভেঙে ফেলে অতঃপর সেদিন তার স্রাব না আসে। তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজির হবে। তবে যদি সেদিন তার স্রাব আসে তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়ে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

ওষুধ সেবনের কারণে স্রাব বন্ধ থাকলে

ওষুধ সেবনের কারণে হলেও একজন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ তার মাসিক স্রাব চালু না হবে ততক্ষণ তাকে নামায-রোযা করে যেতে হবে। আর এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু এটি কোনো উত্তম পন্থাও নয়। বিশেষ কোনো ওজর না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই চলা উচিত। আর এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এ জাতীয় ওষুধ সেবনের কারণে কারও শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হাদীস ১২১৯, ১২২০; আলমুহীতুল বুরহানী ১/৩৯৯; ফিকহুন নাওয়াযলি ২/৩০৮

নফল রোযা অবস্থায় স্রাব আরম্ভ হলে

নফল রোযা অবস্থায় মাসিক স্রাব আরম্ভ হলে পরবর্তীতে তার কাযা করে নিতে হবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৯১; ফাতহুল কাদীর ২/২৮০

কার জন্য ফিদয়া দেওয়া জায়েয:

বার্ধক্য বা জটিল কোনো রোগের কারণে যার রোযা রাখার সামর্থ্য একেবারেই নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করার সামর্থ্য ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করবে।- রদ্দুল মুহতার ২/৪২৭

* উপরোক্ত দুই শ্রেনির মানুষ (অর্থাৎ দুর্বল বৃদ্ধ ও এমন রোগী, বাহ্যত যার রোযা কাযা করার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) ব্যতীত আরো যাদের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয আছে (যেমন-মুসাফির, গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিনী ইত্যাদি) তারা ওজরের কারণে রোযা না রাখলে রোযার ফিদয়া দিবে না; বরং পরে কাযা করবে। আর যদি ওজর অবস্থায় মারা যায় তাহলে তাদের উপর কাযাও নেই, ফিদয়ার অসিয়ত করাও জরুরি নয়। অবশ্য ওজর শেষ হওয়ার পর কাযার সময় পেয়েও যদি কাযা না করে থাকে অতপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে ওজরের পর যে কয়দিন রোযা রাখার সময় পেয়েছে সে কয়দিনের জন্য ফিদয়ার অসিয়ত করে যেতে হবে।-রদ্দুল মুহতার ২/৪২৩-৪২৪

* অক্ষম বৃদ্ধ ও মৃত্যুমুখে পতিত রোগী যদি সুস্থতা ফিরে পায় এবং পুনরায় রোযা রাখতে পারে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর কাযা করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বে ফিদয়া আদায় করে থাকলে তার জন্য সওয়াব পাবে।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

ফিদয়া কী এবং কীভাবে আদায় করবে?

ফিদয়া হল, একজন মিসকীনকে দু বেলা তৃপ্তিসহ খানা খাওয়ানো বা এর মূল্য দেওয়া। প্রতি রোযার জন্য এক সদকাতুল ফিতর পরিমাণ আদায় করলেও হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: আর যাদের জন্য রোযা অত্যন্ত কষ্টকর হয় তারা এর পরিবর্তে ফিদয়া তথা মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। -সূরা বাকারা (২): ১৮৪

* এক রোযার পরিবর্তে একটি ফিদয়া ওয়াজিব হয়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৬

* রোযার ফিদয়া রমযান শুরু হওয়ার পর পুরো মাসের ফিদয়া একত্রে দেওয়া যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

* এক রোযার ফিদয়া একজন মিসকীনকে দেওয়াই উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও ফিদয়া আদায় হবে। তদ্রূপ একাধিক ফিদয়া এক মিসকীনকেও দেওয়া জায়েয। -রদ্দুল মুহতার ২/৪২৭

* ছোট বাচ্চা বা নাবালেগকে খাওয়ালে ফিদয়া আদায় হবে না। -ফাতাওয়া খানিয়া।

রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির ফিদয়া আদায়ের সামর্থ না থাকলে:

যদি কোন ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে রমযানের রোযা রাখতে অক্ষম হয় অপরদিকে সে এমন দরিদ্র ও অস্বচ্ছলও হয় যে, রোযার ফিদিয়া আদায় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফার করবে। পরবর্তীতে কখনো কাযা করার কিংবা ফিদয়া আদায়ের সামর্থ্য ফিরে পেলে কাযা বা ফিদিয়া আদায় করে নিতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

ফিদয়া দেওয়ার অসিয়ত

ওজরবশত ছুটে যাওয়া রোযা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাযা করে নেওয়া জরুরি। কোনো কারণে কাযা করা সম্ভব না হলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদয়া দেওয়ার অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। অসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশগণ যদি মৃতের পক্ষ থেকে এমনিতেই ফিদয়া আদায় করে দেয় তবে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। -রদ্দুল মুহতার ২/৪২৪- ৪২৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

একে-অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা

* কোনো ব্যক্তি কাযা রোযা অবশিষ্ট রেখে ইন্তেকাল করলে তার নিয়তে কেউ অনাদায়ী রোযাগুলো রেখে দিলে তার পক্ষ থেকে তা আদায় হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা বা অন্যের পক্ষ থেকে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَد অর্থ: কেউ অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না এবং অন্যের পক্ষ থেকে নামায পড়বে না। -মুআত্তা ইমাম মালেক, পৃষ্ঠা ৯৪; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৫; ইলাউস সুনান ৯/১৫৯

শাওয়াল মাসের ছয় রোযা:

শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যে ব্যক্তি পুরো রমযান এবং এর সাথে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৪

* শাওয়াল মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন বাদ দিয়ে বাকি যে কোনো দিন এ ছয় রোযা রাখা যায়।

* ছয় রোযা একাধারেও রাখা যায় আবার মাঝে বিরতি দিয়েও রাখ যায়। তবে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখা উত্তম। -লাতাইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা : ৪৮৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪৩৫

* শাওয়াল মাসের ছয় রোযা স্বতন্ত্র্য নফল রোযা। তাই শাওয়াল মাসে কাযা রোযা বা মানতের রোযা রাখলে ছয় রোযার ফযীলত পাওয়া যাবে না; শাওয়ালের ছয় রোযার সওয়াব পেতে চাইলে নফল রোযার নিয়তেই রাখতে হবে। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫১; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৭

আশুরার রোযা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দেখতে পেলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রোযার করণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা বলল, এটি মহিমান্বিত একটি দিন। এই দিনে মুসা আলাইহিস সালাম ও তার কওম (ফেরআউনের নির্যাতন থেকে) মুক্তি পান। আর ফেরআউন ও তার দল ডুবে মারা যায়। সেই থেকে মুসা আলাইহিস সালাম শুকরিয়াস্বরূপ এই দিনে রোযা রাখতেন। সে হিসেবে আমরাও রোযা রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরা অধিক হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ করলেন।-সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯০ মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৬৪৪

* আশুরার দিনটি মহিমান্বিত। হাদীস শরীফে আছে, এ দিন আল্লাহ তাআলা একটি জাতির তাওবা কবুল করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্যদের তাওবা কবুল করবেন। -জামে তিরমিযী ১/১৭৫

* আশুরার দিন রোযা রাখলে পেছনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম ১/৩৬৭

আরো একটি রোযা মিলিয়ে রাখার ব্যাপারে হাদীস শরীফে গুরুত্বারোপ *আশুরার রোযা মূলত ১০ই মুহাররমের রোযা। তবে এই রোযার সাথে করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ا و عاشورا، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا বিরোধিতা কর, আশুরার আগে একদিন বা পরে একদিন রোযা অর্থ: তোমরা আশুরার দিন রোযা রাখ এবং রাখ। -সহীহ ইবনে খুযাইম।

তাই ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ দুইদিন রোযা রাখা উত্তম। অবশ্য কেউ যদি শুধু ১০ই মুহাররম রোযা রাখে তবে সেটিও আশুরার রোযা হিসেবে গণ্য হবে। তবে হাদীসের নির্দেশনার উপর আমল না করার কারণে মাকরূহ তথা অনুত্তম হবে।- আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৭৫

শবে বরাতের পরদিন রোযা

এই দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। একে তো শাবান মাস। যে মাসের পুরোটা রোযা রাখার ব্যাপারে বিশেষ ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে আছে। দ্বিতীয় আইয়ামে বীয তথা প্রতি মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখার ব্যাপারে হাদীস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে। সে হিসেবেও ১৫ই শাবান রোযা রাখা উত্তম প্রমাণিত হয়। সেই সাথে যয়ীফ সনদে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا . نهارها

অর্থ: পনেরো শা'বানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা ঐ রাত ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং তার দিনের বেলা রোযা রাখ। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৮

আরাফার দিনের রোযা

এটি মুস্তাহাব রোযার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি ঐ দিনের পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। সহীহ মুসলিম ১/৩৬৭ এই রোযাটি মূলত হজ আদায়কারী ছাড়া অন্যদের জন্য। কিন্তু বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হজ আদায়কারী ব্যক্তি রোযার দ্বারা দুর্বল না হলে তার জন্যও উত্তম হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৫ নিম্নে

এসংক্রান্ত দু'টি আছার পেশ করা হল। যেমন:

১.কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রাহ. বলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. (হজ করতে গিয়ে) আরফার দিনে রোযা রাখতেন। -মুয়াত্তা মালেক পৃ. ১৪৬৫

২. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আরাফার দিনে আয়েশা রা.-এর নিকট গেলেন তখন আয়েশা রা. রোযা ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, আপনি ইফতার করুন (রোযা ভাঙ্গুন)। আয়েশা রা. জবাবে বললেন, আমি কীভাবে ইফতার করব। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই

আরাফার দিনের রোযার বিনিময়ে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৪৭৭০

আইয়ামে বীযের রোযা

আইয়ামে বীয তথা প্রত্যেক চান্দ্রমাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখা সুন্নত। এ দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইবনুল মিলহান আলকাইসী রহ. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم

البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة

قال : وقال «هن كهيئة الدهر অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আইয়ামে বীয তথা প্রত্যেক চান্দ্রমাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এগুলো সারা রোযার সমতুল্য।- সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নত। হাদীস শরীফে আছে, আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করার সময় আমি রোযা অবস্থায় থাকি। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৭ আরেক বর্ণনায় এসেছে আয়েশা রা. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ইহতেমাম করতেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৫

মানতের রোযার মাসায়েল

* যদি কেউ এধরনের মানত করে যে, আমি প্রতি জুমআর দিন রোযা রাখবো। তার মানতের কারণে তার উপর প্রতি জুমআর দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। কোন কারণে জুমআর দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে পরবর্তী অন্য কোন দিন তা কাযা করে নিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৭৩৫, ৭৪১ * বার্ধক্য বা জটিল কোনো অসুস্থতার কারণে মানতের রোযা রাখা সম্ভব না হলে এবং পরবর্তীতে কাযা করার সম্ভাবনা না থাকলে তখন প্রত্যেক রোযার জন্য একটি করে ফিদয়া দিতে হবে। ফিদয়া হল একজন দরিদ্রকে তৃপ্তি সহকারে দুইবেলা খাওয়ানো বা এর মূল্য দিয়ে দেওয়া। -রদ্দুল মুহতার ৩/৭৪১

* মানতের সময় ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার নিয়ত না করে থাকলে মানতের রোযা ভিন্ন ভিন্ন করেও রাখতে পারবে। এতে মানত আদায় হয়ে যাবে।- ফাতাওয়া খানিয়া

১/২১৮. ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৯ * কেউ অনির্দিষ্ট কয়েকদিন রোযা রাখার মানত করলে ন্যূনতম ৩ টি রোযা রাখতে হবে।- আলমুহীতুল বুরহানী ৬/৩৫১, ৩৬৪ রদ্দুল মুহতার ৩/৭৪২

রোযা সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি:

রোযার নিয়ত কি মুখে বলা জরুরি?

রোযার নিয়ত মুখে বলা জরুরি নয়। অনেকেই মনে করেন, রোযার নিয়তে মুখে করতে হয়। সমাজে যে আরবী নিয়ত প্রচলিত আছে তা কোন হাদীস আসার বা সালাফের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই রোযা জন্য অন্তরে সংকল্প করাই যথেষ্ট। এমনকি রোযার উদ্দেশ্যে সাহরী খেলেই রোযার নিয়ত হয়ে যায়।

চাকরি বা পরীক্ষার অজুহাতে রোযা না রাখা

প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম, সুস্থ ব্যক্তির উপর রমযানের রোযা ফরয। চাকরি বা কোন কাজ কিংবা পরীক্ষার কারণে রোযা না রাখার কোন সুযোগ নেই। এসব অজুহাতে রোযা না রাখলে ফরয ছেড়ে দেয়ার গুনাহ হবে। সফর, অসুস্থতাসহ কি কি ওযরে রোযা না রাখার অনুমতি আছে তা সুনির্ধারিত। সুতরাং সেসব ওযর ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা যাবে না।

সফরের কারণে রোযা ভাঙার অনুমতি আছে কি?

শরয়ী সফর তথা ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিলোমিটার দূরত্বের নিয়তে বের হলে সাহরীর সময় হলে রোযা না রাখার অনুমতি আছে। পরে এই রোযা অবশ্যই কাযা করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, সম্ভব হলে শরয়ী সফরেও রোযা না ছেড়ে দিয়ে রাখা উত্তম। কেননা রমযানের রোযার ফযীলত সর্বাবস্থায় বেশি। আর লক্ষণীয় হল, অনেকে মনে করে যে, সফরে বের হলে রোযাদারের জন্য রোযা ভাঙার অনুমতি আছে, একথা ঠিক নয়। রোযা শুরু করার পর তা শুধু সফরের ওযরে ভেঙে ফেলা জায়েয নয়।

অনেকে মনে করে, রোযা রাখা অবস্থায় বমি হলেই রোযা ভেঙে যায়। রোযা অবস্থায় বমি হলেই কি রোযা ভেঙে যাবে? অথচ কেবল হচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে। এছাড়া রোযা অবস্থায় মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভাঙবে না। হাদীস শরীফে রোযা আমাাে‌ে‌ছ: কোন ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে আরক রোযা কাথা করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোযা ভাঙবে না)। আর যে ইচ্ছাকৃত -জামে তিরমিযী, হাদীস মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/১৮০; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা ভেঙে যাবে?

অনেকে মনে করেন, রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলেই রোযা ভেঙ্গে যায়। এধারণাও ঠিক নয়। স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ ভরে বমি হল। তিনি

তখন বললেন, তিনটি বস্তু রোযা ভঙের কারণ নয়: বমি, শিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ। জামে তিরমিযী, হাদীস: ৭১৯; সুনানে কুবরা বাইহাকী ৪/২৬৪; কিতাবুল আসল ২/১৪৫;

আযান শুনে ইফতার করা

আমাদের দেশে প্রচলন হয়ে গেছে আযান শুনে ইফতার করা। যেন আযানের আগে ইফতার করা যায় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সুর্যাস্তের পর বিলম্ব না করে ইফতার করাই সুন্নত।

ফযরের আযান পর্যন্ত খাওয়া চালিয়ে যাওয়া

বিশেষত গ্রামে-গঞ্জে প্রসিদ্ধ আছে যে, ফযরের আযান পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়। এমনকি কেউ কেউ মনে করে আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, কিছু লোক তো এমন আছে যারা মনে করে শরীরের পশম দেখা যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া যায়। এসব ধারণা একেবারেই ভুল। সাহরি খাওয়া সমাপ্ত করার সম্পর্ক সুবহে সাদিক বা ফজর উদিত হওয়ার সাথে, আযানের সাথে নয়। তাই ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার করা যাবে। এরপর পানাহার বন্ধ করতে হবে। আযান শোনা যাক বা না যাক। উছাড়া ফজরের আযান দেওয়া হয় নিশ্চিতভাবে সুবহে সাদিক ও ফজর উদিত হওয়ার পর। সুতরাং আযান যদি সঠিক সময়ে দেয়া হয় তাহলে যারা এমন সময় পর্যন্ত সাহরী খাবে তাদের রোযাই সহীহ হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলামীন।